

ওডেস্ক নিয়ে আগে অনেকবার আলোচনা হয়েছে কম্পিউটার জগৎ-এ। লেখক জাকারিয়া টৌদুরী ও নাহুলুল হক বাপে বাপে ওডেস্ক নিয়ে লিখছেন অনেকবার। এ লেখায় ওডেস্ক অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ডের কারণ ও কিছু টিপ উপস্থাপন করা হয়েছে।

ওডেস্ক অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড হওয়া

ইসহানী ওডেস্ক কন্ট্রোলারদের অ্যাকাউন্ট ব্যাল/সাসপেন্ড করা শুরু করে দিয়েছে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও ফিলিপাইনের বেশ কয়েকজন কন্ট্রোলারের অ্যাকাউন্ট ব্যাল/সাসপেন্ড হয়েছে। যাদের মধ্যে অনেকেই ১০০০+ ঘণ্টা কাজ করেছেন। আসলে ওডেস্কের এই সাসপেনশন প্রক্রিয়া শুরু হয় প্রায় দু'বছর আগে থেকেই। এই প্রোফাইলটি দেখুন : <https://www.odesk.com/users/—dc61c310965c04f4c> তার আইডি সাসপেন্ড হয়েছে প্রায় দেড় বছর আগে অর্থাৎ ওডেস্কের কোয়ালিটি কন্ট্রোল টিম অনেক আগে থেকে এই কাজ শুরু করলেও এর মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে গত তিন মাস ধরে।

হঠাৎ এত কঠোর হলো কেন ওডেস্ক?

সম্ভবত ওডেস্ক বাংলাদেশের কয়েকজন হাই প্রোফাইলড কন্ট্রোলারের অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড করে। ওডেস্ক কোনো কারণ ছাড়া নিচুই এই ভুলে কন্ট্রোলারের অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড করবে না। অনেকেই দোষ দিচ্ছেন ওডেস্ককে, কিন্তু তাত্ত্বিক নয়। আমাদের দেশে কয়েক মাস আগে পিউসির (মুদ্রাসংক্রান্ত, ফাইল্যান্সার) বিদায় ঘটলে এর ভুক্তভোগীরা দিশেহারা হয়ে ওডেস্ক সাইনআপ করা শুরু করেন। এদের মধ্যে অনেকেই ক্লায়েন্ট অ্যাকাউন্ট খুলে জব পোস্টের বদলে নিজের জীবন কাহিনী তুলে ধরেন ওডেস্ক। ওডেস্কের এই জিনিসটা নজরে পড়ে এক-দুপুরে কন্ট্রোলারদের এতদিন বেশি নজর না দিলেও নতুন সাইনআপ করা অ্যাকাউন্টের ওপর সব সময় নজরদারি শুরু করে।

কেনো সাসপেন্ড করে ওডেস্ক?

ওডেস্ক অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড হওয়ার জন্য কিছু কারণ রয়েছে, যা নিচে দেখা হলো :

ক. এক পিসি থেকে একাধিক অ্যাকাউন্ট খোলা : একই পিসি বা আইপি থেকে একাধিক ওডেস্ক অ্যাকাউন্ট তৈরি করা। এটি ওডেস্ক অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। কেনো যারা গ্রুপেশনাল, তারা নিজের কাজ করেন নিজের পিসিতেই এবং গ্রুপেশনালরা কখনই নিজের স্পর্শকারের বিষয়গুলো নিজের পিসি ছাড়া অন্য পিসিতে করেন না।

খ. অন্যের প্রোফাইল নকল করা : একজন ভালো মানুষ হিসেবে আপনি অবশ্যই অন্য একজন মানুষের কোনো জিনিস নকল করতে চাইবেন না। আপনি অন্য কাউকে অনুসরণ করতে পারেন মাত্র, অনুকরণ নয়। কিন্তু অনেক বাংলাদেশী কন্ট্রোলার বড় বড় প্রোফাইলড কন্ট্রোলারের ওডেস্ক প্রোফাইল প্রক্লোরি নকল করে ফেলেন। কোনো সুলভনশীল পুরোপুরি উত্তরে একই ধরনের কোনো উত্তর যখন কোনো শিক্ষক পান তখন তিনি নিজেই বুকে নেন, এবারো কোনো



ওডেস্ক নিয়ে কিছু কথা

মৃণাল কান্তি রায় দীপ

যাগলা আছে। তেমনি আপনি যখন কোনো কন্ট্রোলারের প্রোফাইলে যানো কনটেন্টগুলো নিজের প্রোফাইলে রাখলে সেগুলো কোনো না কোনো সময় কারো না কারো চোখে পড়বে। আর এরকম পেলে অবশ্যই বাবস্থা নেবে ওডেস্ক।

গ. পোর্টফোলিও আইটেম চুরি : পোর্টফোলিও বলতে আমরা বুঝি আগে করা কাজগুলো আর্কাইভ। আপনি যদি কোনো আইটেম চুরি করে নিজের বলে চালিয়ে দেন সেটা খুব্যা অপরাধ। অনেক নতুন কন্ট্রোলারের ভালো মানের আইটেম অন্য কোনো কন্ট্রোলারের প্রোফাইল থেকে চুরি করা। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ ওডেস্ক অ্যাকাউন্ট খুলে তখন তারপে ১০০ ভাগ প্রোফাইল কমপ্লি-ট করতে বলা হয়। অনেক নতুন কন্ট্রোলারের প্রোফাইল ১০০ ভাগ পূর্ণ করার জন্য অন্যের আইটেম চুরি করতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে উপলেশ হলো নিজে কোনো ডেমো কাজ করে অন্তত নিজের একটাই সি।

ঘ. কান্ডার লেটার স্প্যামিং : আমাদের মধ্যে এক ধরনের অসল প্রবণতা কাজ করে। আবার তা ইংরেজি ভাষায় দুর্বলতার জন্যও হতে পারে। বলাবাহুল্য, ফ্রিল্যান্স অডিটোরগিয়ারের কাজ করতে ইংরেজিতে পারদর্শী হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্তত প্রজেক্টের চর্চাটা যথা এবং সে অনুযায়ী ক্লায়েন্টের সাথে সাবশীলভাবে যোগাযোগ করার কনভতা থাকা প্রয়োজন। ওডেস্ক অ্যাকাউন্ট ব্যান হওয়ার অন্যতম কারণ কান্ডার লেটার স্প্যামিং, যাকে সোজা বাংলায় কপি পেস্ট বলে। নিচে এ নিচে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

● প্রজেক্টেই দেয়া আছে ওডেস্ক কোনো ধরনের কন্ট্রি ইনফরমেশন শেয়ার করা যাবে না। শুধু ওডেস্ক ম্যাসেজিংয়ের মাধ্যমে সবকিছু ম্যাসেজ করা যাবে। কিন্তু অনেক ক্লায়েন্ট জব পোস্টে বলে দেয় কাহিণ আইডি দিবে। সাধারণত তারা পুরো পিসি না বুঝেই জবটা পোস্ট করে থাকে। আবার কিছু দিক বিবেচনা করলে দেখা যাবে স্বইন্ডের মাধ্যমে যোগাযোগ ছাড়া জব এপ্রিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। সেকেন্দ্রে সুস্টীশলে এড়িয়ে যান। ক্লায়েন্টকে বকুল, আপনাদার কাহিণ আইডি আছে, কিন্তু ওডেস্ক পিসি কোনো কন্ট্রি ইনফরমেশন শেয়ার করতে বলে না। সে যদি চায়, তাহলে আপনি দিতে পারেন। কিন্তু তা ম্যাসেজে দেনেন এবং যত মিন্যুটিজাল ভিল হবে তা ১০০ ভাগ ওডেস্ক, অন্য কোথাও নয়। যদি ক্লায়েন্ট আপনাদার প্রতি অসহী হও তাহলে সে নিশ্চিতভাবে আপনাদার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করবে। এই পদ্ধতিতে সাপও মনাবে লাভিও

প্রজেক্টটা প্রস্তুত যেমন আলো উত্তর থাকবে, তেমনি প্রতিটা জবের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী কান্ডার লেটারও ভিন্ন হবে।

● বিভিন্ন ব-শ বা ওয়েবসাইটে অনেক অডিভিয়ারি পাবেন কান্ডার লেটার নিয়ে, স্যাম্পলও পাওয়া যাবে। সেগুলো দেখে ক্লায়েন্টের চাহিদা অনুযায়ী নিজেরটা তৈরি করে নেন। ভুলেও সেগুলো কপি করে চালিয়ে দেবেন না। কাজ তো পছন্দই না বহুং খারাপ ক্লায়েন্ট হলে আপনাদার নামে নাগিশ করে দেবে ওডেস্কের কাছে।

● সাধারণত কান্ডার লেটার যেমন হতে থাকে Hi অর্থবা Dear ক্লায়েন্টের নাম অর্থবা Hiring Manager, আপনাদার সম্পর্কে কিছু আর জবের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী কিছু প্রশ্ন শেষে আপনাদার নাম যেমন :

Bes : Regards
Sumon

ঘ. কন্ট্রি ইনফরমেশন শেয়ার : ওডেস্ক পিসিতেই দেয়া আছে ওডেস্ক কোনো ধরনের কন্ট্রি ইনফরমেশন শেয়ার করা যাবে না। শুধু ওডেস্ক ম্যাসেজিংয়ের মাধ্যমে সবকিছু ম্যাসেজ করা যাবে। কিন্তু অনেক ক্লায়েন্ট জব পোস্টে বলে দেয় কাহিণ আইডি দিবে। সাধারণত তারা পুরো পিসি না বুঝেই জবটা পোস্ট করে থাকে। আবার কিছু দিক বিবেচনা করলে দেখা যাবে স্বইন্ডের মাধ্যমে যোগাযোগ ছাড়া জব এপ্রিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। সেকেন্দ্রে সুস্টীশলে এড়িয়ে যান। ক্লায়েন্টকে বকুল, আপনাদার কাহিণ আইডি আছে, কিন্তু ওডেস্ক পিসি কোনো কন্ট্রি ইনফরমেশন শেয়ার করতে বলে না। সে যদি চায়, তাহলে আপনি দিতে পারেন। কিন্তু তা ম্যাসেজে দেনেন এবং যত মিন্যুটিজাল ভিল হবে তা ১০০ ভাগ ওডেস্ক, অন্য কোথাও নয়। যদি ক্লায়েন্ট আপনাদার প্রতি অসহী হও তাহলে সে নিশ্চিতভাবে আপনাদার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করবে। এই পদ্ধতিতে সাপও মনাবে লাভিও

ভাঙবে না। ওভেরক এই কন্ট্রি ইনফরমেশন শেয়ার করার জন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে বললে তখন বলবেন, ক্রয়েন্টের যোগাযোগের সুবিধার্থেই আপনি তাকে কন্ট্রি ইনফরমেশন দিয়েছেন এবং যত কিছুই সেন্সেন হওয়াছে তা ওভেরকের বাইরে নয়।

৯. মাত্রাতিরিক্ত ম্যানুয়াল আওয়ার যোগ করা : আপনার ক্রয়েন্ট নতুন অথবা কাজ দেয়ার পর কোনো কারণে Hourly Limi : সেট করেনি, আপনি সেই সুযোগের ফায়দা উঠালেন। ট্র্যাকার দিয়ে কাজের সময়গুলো ট্র্যাক না করে নিজের ইচ্ছামতো বসিয়ে দিলে Manual Hour অ্যাডের মাধ্যমে। সত্বে শেষে ক্রয়েন্টের কাছে মেইল গেল আপনার সুকর্মের। সব ক্রয়েন্টই ওভেরক সাপোর্ট নামে একটি জিনিস আছে সেটা জানে, তারা ভদ্রভাবে দিল টিকেট ওপেন করে। ডিম্পুট করলে হয়তো আপনার রিফান্ড করার অপশন থাকত, কিন্তু এই অসাপু কাজের ফলে ওভেরক বুঝবে তার মানসম্মান আপনি নষ্ট করছেন। আর শুরু হবে আপনার ওপর গজব।

আপনি ম্যানুয়ালি করা কাজগুলোর বিল তখনই যোগ করতে পারবেন যখন আপনার ক্রয়েন্টের সাথে আপনার মধুর সম্পর্ক থাকবে।

১০. ব্যায়ারের সাথে বাকবিত্ততা : ব্যায়ার যদি আপনার সাথে কোনোরকম অসৌজন্যমূলক আচরণ করে, তাহলে তার সাথে কোনোরকম বাকবিত্ততা করবেন না। কারণ ব্যায়ারের নেগেটিভ কমপি-মেট আপনার ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই এক্ষেত্রে ব্যায়ারের সব

উদ্ভাষাট্টা কর্মকাণ্ডের স্ক্রিনশট, তথ্যপ্রমাণাদি সংরক্ষণ করুন এবং ঠাণ্ডা মাথায় ওভেরক কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিন।

ব্যায়ারদের অ্যাকাউন্টও সাসপেন্ড হয়

একই সাথে যাদের কন্ট্রি ও ক্রয়েন্ট অ্যাকাউন্ট আছে তাদের যেকোনো একটি অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড হলে অন্যটিও হবে।

ব্যায়ার অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড না হওয়ার জন্য নিচের টিপগুলো মেনে চলুন :

- আপনারা নিজস্ব কোনো টিম মেম্বারকে হায়ার করবেন না। যদি এজেন্ট হয়ে থাকে।
- ভুয়া পেপাল আইডি পেমেন্ট মেথড হিসেবে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।

ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড : ব্যায়ারদের কার্ড অথবা অ্যাকাউন্টে টাকা না থাকলে কাজ হোস্ট হয়ে যায় এবং কার্ডে টাকা লোড হওয়া মাত্রই সবকিছু আগের মতো ঠিক হয়।

কন্ট্রিদের ফেডে কোনো অনগোজিং জবে ক্রয়েন্টের সাথে যোগাযোগ না রাখলে অথবা ক্রয়েন্টের ম্যাসেজের উত্তর না দিলে যদি ক্রয়েন্ট সাপোর্ট সেন্টারের জানায় তাহলে ওভেরক সাপোর্ট টিম কন্ট্রিদের ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড করে কিছুদিনের জন্য, যা সাপোর্ট সেন্টারে যোগাযোগ ও কাজ দর্শানোর পর তুলে নেয়া হয়।

সবশেষে একজন প্রফেশনাল ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কিভাবে কাজ করবেন তার জন্য কিছু টিপ, যা হয়তো আপনার কাজে লাগবে। শুধু ওভেরক নয়, অন্য যেকোনো মার্কেটপ্লেসের জন্য

এই টিপগুলো অনুসরণ করতে পারেন।

- সম্পূর্ণ কাজকে কয়েকটি ধাপে ভাগ করুন এবং প্রতিটি ধাপ শেষ হওয়ার পরপর ক্রয়েন্টকে দেখান।
- ডেডলাইন সময় শেষ হওয়ার আগেই সম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করুন এবং ক্রয়েন্টের কাছে পাঠিয়ে দিন।
- ক্রয়েন্টের কাছে কাজ পাঠানোর আগে ভালো করে রিকোয়ারমেন্ট আরেকবার দেখে নিন এবং সম্পূর্ণ কাজ ভালো করে পরীক্ষা করুন।
- কাজে একে কথোবর্তায় সবসময় সং থাকতে হবে। কখনও ভুল তথ্য দেয়া যাবে না। কোনো কারণে কাজ করতে না পারলে বিষয়টি ক্রয়েন্টকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিন। বেশিভাগ ফেডেই ক্রয়েন্টের কাছ থেকে ফ্রাফ্র সহায়তা পাওয়া যায়।
- সবসময় চেষ্টা করবেন যাতে কাজ শেষে সর্বোচ্চ রেটিং পাওয়া যায়। ভালো রেটিং পেলে পরের কাজগুলো খুব সহজেই পাওয়া যায়।
- ভালো রেটিং পাওয়ার উপায় হচ্ছে— সঠিকভাবে কাজটি করা, সময়মতো কাজটি শেষ করা, ক্রয়েন্টের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা।
- রেটিং দেয়ার আগে ক্রয়েন্টকে জিজ্ঞেস করে নিন, সে আপনার কাজে সম্পূর্ণ খুশি কি না এবং আপনাকে সর্বোচ্চ রেটিং দিতে যাচ্ছে কি না।

ফিডব্যাক : mkrdip@yahoo.com